গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা।
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০১.২১- ৩৫৭

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
০৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : লালমোহন পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান প্রসংগে।

সূত্র : ভোলা জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে লালমোহন পৌরসভার রাজস্ব তহবিলে বর্তমানে কত টাকা জমা আছে এবং এ অর্থ দ্বারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের কত মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা যাবে, সে বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্তি : বর্ণনামতে।**

০৮.০৪.২০২১
(মোহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভোলা।

**অনুলিপি :**

০১। জেলা প্রশাসক, ভোলা।
০২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মেয়র, লালমোহন পৌরসভা, ভোলা।
০৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি স্থানীয় সরকার বিভাগের ওযেব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
০৫। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

বরাবর,

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

**বিষয় ঃ লালমোহন পৌরসভার স্টাফদের বকেয়া বেতন ভাতা পাওয়া প্রসঙ্গে।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী লালমোহন পৌরসভার নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী বৃন্দ। আমাদের লালমোহন পৌরসভার বেতন বকেয়া আছে ৬ মাস থেকে ৬১ মাস পর্যন্ত। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতন জীবন যাপন করছি। বর্তমান মেয়রের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর কারণে আমাদের বেতন ভাতা নিয়মিত দিচ্ছেন না। উন্মুক্ত হাট বাজার দরপত্র না হওয়ার কারণে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। বর্তমান মেয়র হাজী এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর আমলে হাট বাজার উন্মুক্ত ইজারা হয় নাই। উনি টাকা আত্মসাৎ বিভিন্ন ব্যাংক ও লালমোহন পোস্ট অফিসে এফডিআর সঞ্চয় করেন বাকী টাকা আমেরিকা পাচার করেন। নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ করেন। ইতিমধ্যে বর্তমান মেয়র হাজী এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর বিরুদ্ধে ভোলার কোর্টে একটি দুর্নীতির মামলা দায়ের হয়। মামলাটি বর্তমানে ভোলা বিজ্ঞ কোর্ট থেকে দুদুকে তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে। মামলার পর থেকে তিনি আত্মগোপন করে আছেন, অফিসে আসেন না। লালমোহন পৌরসভার সকল নাগরিক বিভিন্ন নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যে লালমোহন পোস্ট অফিস থেকে এফডিআর এর জমাকৃত টাকার ৭৯ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। ইজারার টাকা বেতন দেওয়ার জন্য মন্ত্রনালয়ের আদেশ থাকার পরেও তিনি তা উপেক্ষা করে বেতন দেন না। তার নিয়মই নিয়ম এখানে স্টাফদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয়ের কোন আইন তিনি তোয়াক্কা করেন না। স্টাফদেরকে তিনি ব্যক্তিগত কর্মচারী মনে করে এবং কথায় কথায় তিনি স্টাফদের লাঠি দিয়ে বেত্রাঘাত করেছেন। পৌরসভাকে মনে করে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

অতএব, মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন সামনেই উক্ত হাট বাজার ইজারার টাকা দিয়ে স্টাফদের বেতন ভাতা পরিশোধ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদত-
লালমোহন পৌরসভার স্টাফবৃন্দ

১। [signature]
২। [signature]
৩। [signature]
৪। [signature]
৫। [signature]
৬। [signature]
৭। [signature]
৮। [signature]
৯। [signature]
১০। [signature]

যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-২) এর দপ্তর
স্মারক নং ১৪৫০ তাং
১। পৌর-১ শাখা
২। পৌর-২ শাখা
যুগ্ম-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ২৪/১/২২

বরাবর,

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

**বিষয় ঃ লালমোহন পৌরসভার উন্মুক্ত হাট বাজার ইজারা প্রসঙ্গে।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী লালমোহন পৌরসভার নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী বৃন্দ। আমাদের লালমোহন পৌরসভার বেতন বকেয়া আছে ৬ মাস থেকে ৬১ মাস পর্যন্ত। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতন জীবন যাপন করছি। বর্তমান মেয়রের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর কারণে আমাদের বেতন ভাতা নিয়মিত দিচ্ছেন না। উন্মুক্ত হাট বাজার দরপত্র না হওয়ার কারণে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। বর্তমান মেয়র হাজী এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর আমলে হাট বাজার উন্মুক্ত ইজারা হয় নাই। উনি টাকা আত্মসাৎ বিভিন্ন ব্যাংক ও লালমোহন পোস্ট অফিসে এফডিআর সঞ্চয় করেন বাকী টাকা আমেরিকা পাচার করেন। নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ করেন। ইতিমধ্যে বর্তমান মেয়র হাজী এমদাদুল ইসলাম তুহিন এর বিরুদ্ধে ভোলার কোর্টে একটি দুর্নীতির মামলা দায়ের হয়। মামলাটি বর্তমানে ভোলা বিজ্ঞ কোর্ট থেকে দুদুকে তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে। মামলার পর থেকে তিনি আত্মগোপন করে আছেন, অফিসে আসেন না। লালমোহন পৌরসভার সকল নাগরিক বিভিন্ন নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যে লালমোহন পোস্ট অফিস থেকে এফডিআর এর জমাকৃত টাকার ৭৯ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। ইজারার টাকা বেতন দেওয়ার জন্য মন্ত্রনালয়ের আদেশ থাকার পরেও তিনি তা উপেক্ষা করে বেতন দেন না। তার নিয়মই নিয়ম এখানে স্টাফদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয়ের কোন আইন তিনি তোয়াক্কা করেন না। স্টাফদেরকে তিনি ব্যক্তিগত কর্মচারী মনে করে এবং কথায় কথায় তিনি স্টাফদের লাঠি দিয়ে বেত্রাঘাত করেছেন। পৌরসভাকে মনে করে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

অতএব, মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন সামনেই উক্ত হাট বাজার ইজারার টাকা দিয়ে স্টাফদের বেতন ভাতা পরিশোধ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদত-
লালমোহন পৌরসভার স্টাফবৃন্দ

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।